দৈনিক খবর

তারিখ 1 2 AUG 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

এ ফোরাম স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠান : নেপালের রাজা

সার্ক মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব

কাঠমণ্ডু, ১১ই আগস্ট (বাসস)।— পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বর্তমান আঞ্চলিক সহযোগিতা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেধাভিত্তি শক্তিশালী করতে সহায়ক এমন সব অনুষদ নিয়ে একটি 'সার্ক মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন।

জনাব চৌধুরী আজ এখানে সার্ক মন্ত্রী পরিষদের ৫ম অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে তাঁর ভাষণে এ প্রস্তাব দেন। নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব আনুষ্ঠানিকভাবে দু'দিনব্যাপী এ বৈঠকের উদ্বোধন করেন।

জনাব চৌধুরী বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় হবে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলগুলোর জনগণের মৈত্রীর প্রকৃত প্রতীক। তিনি বলেন, একটি নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টিতে এটা হবে সম্পূর্ণ এক ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান যা চেহারা ও চরিত্রে একান্তই দক্ষিণ এশীয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অভিন্ন জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে নিজেই এক অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে দেখা দেবে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহেবজাদা ইয়াকুব খান, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও, শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সি এইচ হামিদ, নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শৈলেন্দ্র কুমার উপাধ্যায়, মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফতুল্লা জামিল এবং ভূটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাওয়া সেরিংও উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্ক অঞ্চলে মহিলা নেত্রীদের জন্যে একটি উপযুক্ত ফোরামের চিন্তা করতে সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, এই ফোরাম মহিলাদের মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পর্কে মত বিনিময় সমঝোতার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

৫-এর পাতায় দেখুন

সার্ক মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, মহিলা নেত্রীদের জন্যে এ ধরনের একটি ফোরাম সার্কের উদ্যোগে নারী সমাজের কল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচীতে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি সংশ্লিষ্ট গ্রুপ হিসেবেও কাজ করতে পারবে।

জনাব চৌধুরী বলেন, ৭টি দেশ একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী গঠন ও সুস্পষ্ট পরিচয় অর্জন করেছে। তিনি বলেন, আমরা যেমন কারো হাতের পুতুল নই তেমনি আমাদের সকলের বা কোন একটি দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন মতও চাপিয়ে দিতে পারি না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সার্কের চেতনা বাস্তবায়নে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আঞ্চলিক সহযোগিতার বাস্তব সুফল দানকারী প্রগতিশীল কর্মসূচী গ্রহণের আহবান জানান।

কাঠমণ্ডু থেকে বাসসের অপর এক খবরে বলা হয়, সার্কের বর্তমান চেয়ারম্যান নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব অধিবেশনের উদ্বোধন করে বলেন, সার্কের প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনই ভবিষ্যতের জন্যে সম্ভাবনা ও নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মাধ্যমে একে আরো কার্যকর করে তুলেছে।

তিনি বলেন, তিন বছর সময়ে এ সমিতি বৈঠক, আলোচনা, একে অপরের মতামতকে জানা এবং এ অঞ্চলের সকল মানুষের কল্যাণে আমরা মিলিতভাবে কি করতে পারি সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি ফোরাম হিসেবে একটি স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, ঐক্য ও আস্থার সন্ধান করা সত্ত্বেও কেউ বৈরী চিন্তা ত্যাগ করতে পারে না। আমরা সবাই এ ঐক্য ও আস্থার ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে চাই।

রাজা বীরেন্দ্র বলেন, সার্ক একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতায় পরিণত না হলেও এ অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আস্থার বাস্তবতার অংশ অবশ্যই, যারা সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিরাপত্তাকামী অপর অঞ্চলের জনগণকে ভালবাসে।

তিনি বলেন, আশা ও আস্থার সঙ্গে অতীতের সাফল্যকে সুসংহত করা এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেয়াই হবে আমাদের একমাত্র উপযুক্ত কাজ। মূল্যায়নের এ পর্যায়ে আমাদের পরিকল্পনা সংস্থাগুলোকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা নিশ্চিত করার সুস্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি সার্কভুক্ত সব দেশের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। তিনি বলেন, আমরা যখন অধিকতর আন্তঃনির্ভরশীলতা চাচ্ছি তখন পৃথক পৃথক দেশের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এ অঞ্চলের সকল জনগণের কল্যাণে অর্থপূর্ণভাবে ভাগ করে নেয়া যেতে পারে।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম হোটেল এভারেস্ট শেরাটনের বিশেষ স্যুটে বৈঠকে যোগদানকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রাজা বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ও সংহতি প্রকাশ করেন।

জনাব চৌধুরী জানান, রাজা এ অঞ্চলের কল্যাণে হিমালয়ের পানি ব্যবহারের বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

জনাব চৌধুরী আরো বলেন, রাজা বীরেন্দ্র সার্কের চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি রাষ্ট্রপতি এরশাদ সূচিত সকল সার্ক দেশের রাজধানী সফরের রীতি অনুসরণেরও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।